20/07/2023

কর্মবাদ

খুকুমনি তালুকদার

সহকারী অধ্যাপিকা

দর্শন বিভাগ

বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়

ভূমিকা

- ‘কর্ম’ শব্দটি ‘কৃ’ ধাতু থেকে উৎপন্ন। ‘কৃ’ ধাতুর অর্থ কার্য । শারীরিক-মানসিক সব রকম কার্য কেই আমরা কর্ম বলতে পারি । বিশ্ব প্রকৃতির শৃঙ্খলা যেমন কোন না কোন নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় ঠিক তেমনি মানুষের জীবনের শৃঙ্খলা যে নৈতিক নিয়মের অধীন তারই নাম কর্মবাদ। কর্মবাদের মূল কথাই হল যেমন কর্ম তেমন ফল। যে যেমন কর্ম করবে সে সেই রকম ফল লাভ করবে । সৎ কর্মের ফল শুভ এবং অসৎ কর্মের ফল অশুভ।

কর্মের শ্রেণীবিভাগ

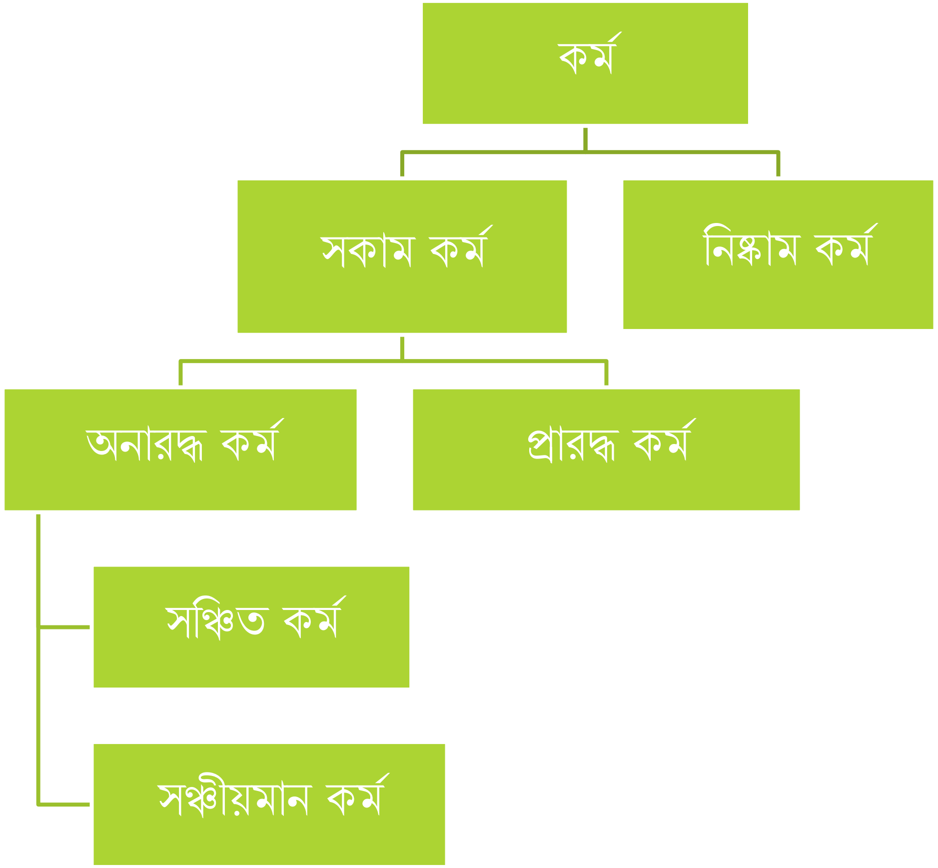

মীমাংসা দর্শনে তিন প্রকার কর্মের কথা বলা হয়েছে । যথা- নিত্যকর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম ও কাম্যকর্ম ।

উপসংহার

- ব্যক্তি জীবনের বৈষম্য ব্যাখ্যার জন্যই ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ স্বীকার করা হয়েছে। কর্মবাদ অনুযায়ী কর্ম নিয়মের দ্বারাই মানুষের অতীত ,বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হয় । এক্ষেত্রে প্রশ্ন হয় কর্মবাদ স্বীকার করলে জীবের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে কিভাবে স্বীকার করা যায় ? এর উত্তরে বলা যেতে পারে জীব তার স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করে দুঃখ থেকে চির মুক্তি লাভ করতে পারে। জীবের বন্ধন ও মুক্তি দুটোই তার কর্মের অধীন এবং এটাই কর্মবাদের মূল কথা ।

ধন্যবাদ